তথ্য কেন্দ্র ও জাতিসংঘের ম্যান্ডেট

২০০৩ সালে এরূপ দুরূহ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ সম্পর্কে তথ্য প্রচার, প্রসার ও গণসচেতনতার কাজে নিয়োজিত ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (ইউনিক)কে এর দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী ৭০টির বেশি তথ্য নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে তথ্য কেন্দ্রটি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সীমিত স্টাফ ও বাজেট স্বল্পতা সত্ত্বেও তথ্য পরিসেবায় এটি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের জনজীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

ম্যান্ডেট অনুযায়ী তথ্য কেন্দ্রটির কাজ হচ্ছে :

- জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে বাংলাদেশের ওয়াকিবহাল জনগণের মধ্যে বোঝাপড়ায় সহায়তাদান; এ লক্ষ্যে বিশ্বসংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলী সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি স্থানীয় প্রশাসন, সংবাদ মাধ্যম, গবেষক, এনজিও, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা।

- জাতিসংঘের জন্য তথ্য আদান-প্রদানের স্থানীয় চ্যানেল হিসেবে কাজ করা।

- গঠনমূলক সৃজনশীল কাজের জন্য সংবাদ মাধ্যম, পেশাগত সংস্থা, সরকারি তথ্য ব্যবস্থা, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা।

- সাংবাদিক সম্মেলন, সেমিনার ও প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘের তৎপরতা তুলে ধরা।

- জাতিসংঘ ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক রিপোর্টগুলো উদ্বোধনে সহায়তা প্রদান, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থাসমূহকে সহায়তাদান এবং এদের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

● সংবাদপত্রে সংবাদাদি প্রেরণ, প্রকাশনা, অডিও ভিজুয়াল এইড ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সময় তথ্য পরিসেবা প্রদান।

● স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে জাতিসংঘ সংবাদ প্রচার সম্পর্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের কাছে নৈমিত্তিকভাবে রিপোর্ট পেশ।

● সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অফিসগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতিসংঘের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ও ঘটনাগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা ও কার্যসূচি প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন।

● বাংলাদেশ সফরকালে ঊর্ধ্বতন জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের জন্য প্রটোকলের দায়িত্ব পালন।

উক্ত ম্যান্ডেটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইউনিক ঢাকা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে সম্যক অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বছর বহুসংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নে অভিনবত্ব, সৃজনশীলতা, প্রস্তুতিপর্বে ব্যাপক যোগাযোগ ও কর্মতৎপরতা এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b